সালাফদের দৃষ্টিতে রফ'উল ইয়াদায়ন কি মানসূখ?

জা-আল হাক্ক ৪

সংকলন
ব্রাদার রাহুল হুসাইন (রুহুল আমিন)

সম্পাদনা
আহমাদুল্লাহ সৈয়দপুরী

হাফিয যুবায়র ‘আলী যাঈ ﷾-এর
“নূরুল ‘আয়নায়ন” গ্রন্থ অবলম্বনে

সালাফদের দৃষ্টিতে রফ‘উল ইয়াদায়ন কি মানসূখ?

সঙ্কলন
ব্রাদার রাহুল হুসাই (রুহুল আমিন)
জলঙ্গী, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বাংলা, ভারত।

সম্পাদনা
আহমাদুল্লাহ সৈয়দপুরী
বহু গ্রন্থের অনুবাদক ও প্রণেতা

দারুলকারার
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সংকলকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম: ব্রাদার রাহুল হুসাইন (রুহুল আমিন)

জন্ম: ১৯৯২ সালে ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

বংশ: পিতা বেলায়েত হোসেন ও মাতা রহিমা বিবি। মূলত ব্রাদার রাহুল মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তার পিতা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিল। বিবাহের পূর্বেই হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম হয়েছে। ১৯৮৮ সালে তার পিতা ইসলাম গ্রহণ করে। তার পিতার ইসলামপূর্ব নাম ছিল বিমল দাস। পরিবারে তারা দুই ভাই ও দুই বোন। সে পরিবারে ভাই-বোনদের মধ্যে তৃতীয়।

শিক্ষা জীবন: বাল্যকালে তিনি গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে লেখাপড়া করেন তারপর লেখাপড়া করেন জলঙ্গী হাইস্কুলে। ২০১৫ সালে নদীয়া জেলার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসের স্নাতক (বি,এ) করেন।

দ্বীনের দ্বাঈ: ২০১২ সালে ড. জাকির নায়েকের 'কুরআন এন্ড মডার্ন সায়েন্স' লেকচার শুনার পর থেকে তিনি ইসলামের পথে আসেন। অতঃপর সমাজে ইসলামের নামে প্রচলিত ভ্রান্ত আকিদাসমূহের বিরুদ্ধে লেখালেখি, আলোচনা ও সমালোচনা করা শুরু করেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য যেমন পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ঝাড়খন্ড ও দেশের বাইরে বাংলাদেশের বিভিন্ন জালসা ও ওয়ায মাহফিলে তিনি এখন নিয়মিত অংশগ্রহণ করে থাকেন। গত কয়েক বছরে তিনি হিন্দু, খ্রিস্টান ও নাস্তিকদের সাথে বিতর্কে অংশগ্রহণ করে বেশ সাড়া জাগিয়েছেন। এছাড়া অনলাইনে রয়েছে তার সরব পদচারণা। ইসলামের নামে প্রচলিত ভ্রান্ত আক্বীদাসমূহের প্রচারকদের সাথেও তিনি বিতর্কে অংশগ্রহণ করে থাকেন। তরুণ বয়সেই দ্বীন প্রচারে তার সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী ভূমিকা যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছে।

মুখবন্ধ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রবের পক্ষ থেকে হেদায়াত পৌঁছে দিয়েছেন। এতেই রয়েছে আলোকবর্তিকা ও হেদায়াত। এটা ব্যতীত সকল কিছুই অন্ধকার ও ভ্রষ্টতা। সুন্নাত আঁকড়ে ধরার বিপরীতে যা কিছু রয়েছে সেগুলির পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। তা হলো, দ্বীনের মধ্যে বিদ‘আত সৃষ্টি করা এবং সুস্পষ্ট এই মানহাজের বিপরীত কিছুর অনুসরণ করা। মুসলিমদের ঐক্য ও তাদের এক কাতারে আসা সম্ভব নয় সর্বশেষ নবী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতের অনুসরণ ব্যতীত। তাই তারা যখনই ঐক্যবদ্ধ ও এক হওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, তারা যদি সুন্নাত থেকে বিমুখ হয়, তাহলে নানা ফিরক্বায় বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পতিত হবে।

প্রখ্যাত সাহাবী আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে বলেন,

مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيْلَ الصَّلَاةُ قَالَ أَلَيْسَ ضَيَّعْتُمْ مَا ضَيَّعْتُمْ فِيهَا

‘আজকাল কোন জিনিসই সে অবস্থায় পাই না, যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে ছিল। প্রশ্ন করা হলো যে,

সালাতও? তিনি বললেন, সে ক্ষেত্রেও যা নষ্ট করার তোমরা কি তা করনি’?[1]

প্রখ্যাত তাবিঈ ইবনু শিহাব আয-যুহরী ﵀ (৫৮-১২৪ হি.) বলেন,

دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِدِمَشْقَ وَهُوَ يَبْكِيْ فَقُلْتُ مَا يُبْكِيْكَ فَقَالَ لَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَدْرَكْتُ إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَهَذِهِ الصَّلَاةُ قَدْ ضُيِّعَتْ

‘একদিন আমি দিমাস্কে আনাস ইবনু মালিক ﵁-এর নিকট প্রবেশ করলাম আর তখন তিনি কাঁদছিলেন। আমি বললাম, আপনি কেন কাঁদছেন? তখন তিনি বললেন, (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে) আমি যে সব বিষয় দেখেছিলাম, তার মধ্যে কেবল এই ছালাত ছাড়া কোন কিছুই আমি চিনতে পারছি না। এমনকি ছালাতও নষ্ট হয়ে গেছে’।[2]

উক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হল যে, সাহাবী, তাবি‘ঈ ও তাবি‘ তাবি‘ঈগণের যুগেও কতিপয় ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে ‘ইবাদতের মধ্যে পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটেছিল। যেগুলোর সাথে সুন্নাতের কোন সম্পর্ক ছিল না।

তার মধ্যে সালাতের মধ্যে রাফউল ইয়াদাঈন উল্লেখযোগ্য। এ কিতাবে এতদসংক্রান্ত বিষয়াবলি বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। উল্লেখ যে, শাইখ যুবায়ের আলী যাঈ ﵀-এর নুরুল আইনাইন বইকে সামনে রেখে সম্পূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে।

ব্রাদার রাহুল হুসাইন (রুহুল আমিন)

১. সহীহ বুখারী, হা. ৫২৯; তিরমিযী, হা. ২৪৪৭
২. সহীহ বুখারী, হা. ৫৩০।

সূচিপত্র

মৌলিক নীতিমালা	**১১**
মৌলিক নীতিমালাসমূহের পরিচয়	**১২**
তাদলীস ও মুদাল্লাস	**২৩**
মুদাল্লাস :	২৩
তাদলীসের প্রকারভেদ :	২৪
তাদলীসুত্ তাসবিয়াহ্ :	২৪
তাদলীসুত্ তাসবিয়ার জন্য প্রসিদ্ধ দু'জন রাবী :	২৪
তাদলীসুত্ তাসবিয়াহ্-এর হুকুম :	২৫
তাদলীসুশ্ শুয়ূখ :	২৫
মুদাল্লিস রাবীর রিওয়ায়াতের হুকুম :	২৫
মুদাল্লিস রাবীর গ্রন্থসমূহ :	২৬
মুরসাল খফী :	২৬
মুরসাল খফী ও তাদলীসের মধ্যে পার্থক্য :	২৬
মুরসাল খফী হাদীসের গ্রন্থ :	২৬
মুরসাল হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিস ও 'উলামায়ে কিরামগণের বক্তব্য :	২৬
হাফিয ইবনু হাজার-এর (রাবীদের) স্তর বিভাজন	২৯
শায়খ আলবানী এবং (রাবীদের) স্তর বিন্যাস	৩০
তাক্বলীদপন্থীগণ ও স্তর বিন্যাস	৩১
রফ্'উল ইয়াদায়ন	৩৩

প্রথম অধ্যায় ৩৫
রফ্‘উল ইয়াদায়ন সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থরাজি ৩৫
দ্বিতীয় অধ্যায় ৩৮
সম্মানিত ইমামগণ এবং রফ্‘উল ইয়াদায়ন ৩৮
ইমাম মালিক-এর সর্বশেষ আমাল ৩৯
তৃতীয় অধ্যায় ৪২
৯ম-১০ম হিজরীতে রফ্‘উল ইয়াদায়নের আমল প্রমাণিত ৪২
১০ হিজরী পর্যন্ত রফ্‘উল ইয়াদায়ন প্রমাণিত ৪৪
চতুর্থ অধ্যায় ৪৭
রসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেষ জীবনের আমল রফ্‘উল ইয়াদায়ন প্রমাণিত ৪৭
(১) ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার ﷺ : ৪৭
(২) আনাস ইবনু মালিক আল-আনসারী মাদানী ﷺ : ৪৯
(৩) আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব ﷺ : ৫০
আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব ﷺ-এর আমল : ৫০
(৪) আবূ মূসা আল-আশ্‘আরী ﷺ : ৫১
(৫) জাবির ইবনু ‘আব্দুল্লাহ আল-আনসারী ﷺ : ৫১
পঞ্চম অধ্যায় ৫৪
সলাতে রফ্‘উল ইয়াদায়নের প্রমাণ ৫৪
ষষ্ঠ অধ্যায় ৭৬
ইমামগণ রফ্‘উল ইয়াদায়নের (হাদীস) মুতাওয়াতির বলেছেন ৭৬
সপ্তম অধ্যায় ৭৮
সাহাবীগণ ﷺ-এর আসারসমূহ ৭৮
অষ্টম অধ্যায় ৮৮
তাবি‘ঈনদের আসারসমূহ ৮৮
‘উমার ইবনু ‘আব্দুল ‘আযীয ﷺ এবং রফ্‘উল ইয়াদায়ন ৮৯
নবম অধ্যায় ৯১
রফ্‘উল ইয়াদায়ন ও মুসলিম ইমামগণ ৯১
দশম অধ্যায় ৯৩

রফ্‘উল ইয়াদায়ন করা জরুরী কেন? ৯৩
প্রতিটি আঙুলের বিনিময়ে একটি নেকী ৯৪

একাদশ অধ্যায় ১০০
সাজদায় রফ্‘উল ইয়াদায়ন করার হাদীস ১০০

দ্বাদশ অধ্যায় ১০৬
প্রতিটি তাকবীরের সাথে (রফ্‘উল ইয়াদায়ন করা) ১০৬
ইবনু উমার ﵁ রফ্‘উল ইয়াদায়ন না করার কারণে কাঁকর মারতেন ১০৭
রফ্‘উল ইয়াদায়ন বর্জনকারীদের দলীলের জবাব ১০৮
ইবনু ‘আব্বাস ﵁-এর তাফসীর ১০৯
মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান আস্-সুদ্দীর পরিচয় ১১০
জাবির ইবনু সামুরাহ্ ﵁-এর বর্ণনা ১১২
সালামের সময় রফ্‘উল ইয়াদায়ন ১১৫
ইবনু মাস্‘ঊদ ﵁-এর হাদীস ১২১
ইমাম আবূ দাঊদ ও ইবনু মাস্‘ঊদ ﵁-এর হাদীস ১২৪
মুদাল্লিস-এর ‘আন্‘আনা ১৩১
বারা’ ইবনু ‘আযিব ﵁-এর হাদীস ১৩৭
মুহাম্মাদ ইবনু জাবির আস্-সুহায়মী-এর হাদীস ১৩৮
রফ্‘উল ইয়াদায়ন বর্জনকারী আসারসমূহ ১৪৩
(১) ‘উমার ﵁-এর প্রতি সম্বন্ধিত আসার ১৪৪
(২) ‘আলী ﵁-এর প্রতি সম্বন্ধিত আসার ১৪৬
(৩) ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস্‘ঊদ ﵁-এর আসার ১৪৭
(৪) ইবনু ‘উমার ﵁ ১৪৯

ত্রয়োদশ অধ্যায় ১৫৫
ইমাম আবূ হানিফা ﵀-এর সঙ্গে ইমাম আওযাঈ ﵀-এর মুনাযারা বা বিতর্কসভা ১৫৫
ইবনু উমার ﵁-এর বর্ণনাটি ইবনু মাসউদ ﵁-এর বর্ণনার চেয়ে ১৭টি কারণে শ্রেষ্ঠ ১৭০

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মৌলিক নীতিমালা

সকল প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল ‘আলামীনের জন্য। শান্তি অবতীর্ণ হোক প্রিয় নাবী মুস্তফা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর। ইসলামী শরীয়তের দু’টি মূল উৎস হচ্ছে মহান রব্বুল ‘আলামীন আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা‘আলার পবিত্র বাণী সম্বলিত আল-কুরআনুল হাকীম ও রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস। এ সম্পর্কে মহান রব্বুল ইজ্জত পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন, “আল্লাহর রসূল কপোলকল্পিত কোনো কথা বলেন না। তিনি যা কিছু বলেন তা আল্লাহর ওয়াহী ভিন্ন কিছুই না।”[৩]

তিনি আরও বলেন, “আল্লাহর রসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা যা নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক”।[৪] তাই পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বিধানাবলীর বাস্তবায়নে হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা, আল-কুরআন সঠিকভাবে বুঝতে হলে হাদীসের অনুসারী হওয়া আবশ্যক। এক্ষেত্রে উসূলে হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা জরুরী। সঠিক হাদীসের সন্ধানে পূর্ববর্তী মনীষীগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা‘আলা তাঁদের প্রত্যেককেই উত্তম বিনিময় দান করুন, আমীন।

মূলনীতি-১ : (প্রত্যেক) ‘খাস’ দলীল (প্রত্যেক) ‘আম’ (দলীলের) উপর অগ্রগণ্য হয়। যেমন মৃত (প্রাণী) শর্তহীনভাবে বা সার্বজনীনভাবে হারাম। আর মাছ নির্দিষ্টভাবে হালাল। অতএব মৃতের সার্বজনীন হুকুম মাছের জন্য ‘খাস’ তথা বিশেষ হুকুমের ওপরে প্রযোজ্য নয়।[৫]

৩. সূরাহ্ আন্-নাজ্ম ৫৩ : ৩-৪।
৪. সূরাহ্ আল-হাশ্‌র ৫৯ : ৭।
৫. উপরন্তু দেখুন : শাওকানী, ইরশাদুল ফুহূল পৃ. ১৪৩ এবং উসূলের গ্রন্থসমূহ।

মূলনীতি-২ : ‘আদামে যিক্‌র’ (অনুল্লেখ থাকা) ‘নাফী যিক্‌র’ (অস্তিত্ব না থাকা)-কে অপরিহার্য করে না। অর্থাৎ কোনো আয়াতে বা হাদীসসমূহে কোনো বিষয় উল্লেখ না হওয়ার মানে এ নয় যে, উক্ত বিষয়টির অস্তিত্ব-ই নেই। অথচ অন্যান্য আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা ঐ বিষয়টি প্রমাণিত হয়।[৬]

মূলনীতি-৩ : সহীহ খবরে ওয়াহিদের মাধ্যমে কুরআন (ও সুন্নাতের) তাখসীস করা জায়েয। (বলা হয় যে,) ইমাম চতুষ্টয় এই মাযহাবের উপর ছিলেন।

মূলনীতি-৪ : ‘হাঁ-বোধক’ অগ্রগামী হয়ে থাকে ‘না-বোধক’ এর ওপরে।

মৌলিক নীতিমালাসমূহের পরিচয়

(১) হাক্বের মানদণ্ড : কিতাবুল্লাহ ও রসূলের হাদীস দলীল ও হাক্বের মানদণ্ড। শর্ত হলো, উক্ত হাদীসটিকে কবুলযোগ্য হতে হবে অর্থাৎ মুতাওয়াতির বা সহীহ বা হাসান (লিযা-তিহী) হতে হবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا﴾

“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর আনুগত্য করো, রসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের আমীরদের। যদি তোমরা কোনো বিষয়ে ঝগড়া করো তবে তা আল্লাহ এবং তার রসূলের প্রতি ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ এবং

৬. আল-আমিদী, আল-ইহকাম ২/৩৪৭ ইত্যাদি; হাশিয়াতুল বুনানী আলা জাম‘ আল-জাওয়ামি‘ ২/২৭; ক্বিরাফী, শারহে তানক্বীহিল ফুসূল ফী ইখতিসারিল মাহসূল ফিল উসূল পৃ. ২০৮।

ক্বিয়ামাত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হও। এটাই কল্যাণকর এবং উৎকৃষ্ট তাফসীর তথা ব্যাখ্যা।”[৭] ইজমা‘ও দলীল।[৮]

(২) মোকাবেলা : আল্লাহ ও রসূলের মোকাবেলায় প্রত্যেক ব্যক্তির কথা প্রত্যাখ্যাত। চাই উক্তিকারী যত বড়ই বুযুর্গ ও মহান কেউ হোক না কেন?

(৩) সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা :

أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ : فَهُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِىْ يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ، وَلَا يَكُونُ شَاذًّا، وَلَا مُعَلَّلًا فَهٰذَا هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِىْ يُحْكَمُ لَهُ بِالصِّحَّةِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

‘সহীহ হাদীস হলো, ঐ সনদবিশিষ্ট হাদীস যার সনদ সংযুক্ত থাকে (শুরু হতে) শেষ পর্যন্ত (এক) ‘আদ্‌ল, যাবিত্ব থেকে (অবশিষ্ট) ‘আদ্‌ল, যাবিত্ব-এর বর্ণনার মাধ্যমে। আর তা শাযও হবে না, ত্রুটিযুক্তও হবে না। আর এটাই ঐ হাদীস যার জন্য বিশুদ্ধতার হুকুম প্রযোজ্য হয় আহলে হাদীসদের (মুহাদ্দিসগণের) মাঝে কোনো মতভেদ ছাড়াই।[৯]

‘মুত্তাসিল’ (সংযুক্ত)-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুন্‌ক্বাত্বি‘, মু‘আল্লাক্ব, মু‘যাল ও মুরসাল না হওয়া। **‘শায’**-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, নিজের চাইতে ‘আওসাক্ব’ বা বেশি নির্ভরযোগ্য রাবীদের বিপরীত না হওয়া। **মা‘লূল** না হওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, তাতে ‘মারাত্মক ত্রুটি’ না থাকা।

(ক) মুখতালিত্ব রাবী ইখতিলাত্বের পর রিওয়ায়াত বর্ণনা করা হচ্ছে ‘ইল্লাতে ক্বাদিহাহ’।

(খ) মুদাল্লিস রাবীর ‘আন শব্দ ইত্যাদির সাথে ‘সামা’র স্পষ্টতা ব্যতীত রিওয়ায়াত করা হলো ‘ইল্লাতে ক্বাদিহাহ্’ ।

৭. সূরাহ্ আন্-নিসা ৪ : ৫৯; তাফহীমুল কুরআন ১/৩৬৩, ৩৬৬।
৮. দেখুন : ইমাম শাফি‘ঈ, আর্-রিসালাহ্ এবং সাধারণ উসূলের গ্রন্থসমূহ ও মাসিক আল-হাদীস, হাযারো-১, পৃ. ৪।
৯. মুক্বদ্দামাহ্ ইবনু সলাহ্, শার্‌হে ‘ইরাক্বী সহ পৃ. ২০।

(গ) 'ইলালে হাদীস'-এর দক্ষ মুহাদ্দিসগণের কোনো রিওয়ায়াতকে ঐকমত্যের সাথে মা'লূল ও য'ঈফ বলা 'ইল্লাতি ক্বাদিহাহ্'।

(৪) য'ঈফ হাদীসের পরিচিতি : প্রত্যেক ঐ হাদীস, যার মাঝে সহীহ বা হাসান হাদীসের গুণাবলী বিদ্যমান না থাকে, তবে ঐ হাদীসটি য'ঈফ হবে।..... আর তার প্রকারসমূহ এই যে, যেমন (য'ঈফ) মাওযূ', মাক্বলূব, শায, মু'আল্লাল, মুযত্বারিব, মুরসাল, মুন্‌ক্বাত্বি' ও মু'যাল ইত্যাদি।[১০]

(৫) সহীহ ও য'ঈফ আখ্যাদানে মুহাদ্দিস ইমামদের মতানৈক্য :

যদি কোনো হাদীসের সহীহ ও য'ঈফ নিরূপণে মুহাদ্দিস ইমামদের মাঝে ইখতিলাফ হয়; তাহলে হাদীসের নির্ভরযোগ্য প্রসিদ্ধ ও (হাদীস) বিষয়ক দক্ষ (মুহাদ্দিসদের) সংখ্যাগরিষ্ঠকে নিশ্চিতরূপে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। আর যদি কোনো হাদীসের রাবী নির্ভরযোগ্য হন; বাহ্যিকভাবে সনদটি সহীহ প্রতীয়মান হয়; কিন্তু (সকল মুহাদ্দিস বা) অধিকাংশ মুহাদ্দিস একে (হাদীসটিকে) য'ঈফ স্থির করেন; তবে তা য'ঈফ অনুধাবন করা হবে।

(৬) 'জার্‌হ' ও 'তা'দীল'-এর ক্ষেত্রে মুহাদ্দিস ইমামদের ইখতিলাফ :

যাকে মুহাদ্দিস ইমামগণ নির্ভরযোগ্য বা য'ঈফ বলেন; তিনি সর্বদা নির্ভরযোগ্য বা য'ঈফ-ই হন। যদি তাদের মাঝে মতভেদ হয়; আর 'জার্‌হ' ও 'তা'দীল' উভয়ই 'মুফাস্‌সার' ও 'মুতা'আরিয' হয় এবং সমন্বয় না হয়; তবে মুহাদ্দিস ইমামদের (নির্ভরযোগ্য, প্রসিদ্ধ ও হাদীস বিশারদ) সংখ্যাগরিষ্ঠতা আবশ্যিকরূপে সর্বদা প্রাধান্য পাবে।

(ক) 'জার্‌হ মুফাস্‌সার' 'তা'দীলে মুবহাম'-এর ওপরে প্রাধান্য পাবে।

(খ) 'তা'দীলে মুফাস্‌সার' 'জার্‌হ মুবহাম'-এর ওপরে অগ্রাধিকার পাবে। যেমন,

১০. মুক্বদ্দামাহ্ ইবনু সলাহ্ হতে সংক্ষেপিত পৃ. ২০, মুলতান ছাপা।

উদাহরণ-১ : দশজন বললেন, ‘আলিফ’ নির্ভরযোগ্য। একজন বললেন, ‘আলিফ’ ‘বা’-এর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে য‘ঈফ।

ফলাফল : ‘আলিফ’ নির্ভরযোগ্য রাবী। আর ‘বা’-এর মধ্যে (অর্থাৎ যখন ‘বা’ হতে হাদীস বর্ণনা করবেন তখন ‘আলিফ’) য‘ঈফ।

উদাহরণ-২ : দশজন বলেছেন, ‘জীম’ হলেন য‘ঈফ রাবী। একজন বললেন, ‘দাল’ এর মধ্যে (হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে) নির্ভরযোগ্য রাবী।

ফলাফল : ‘জীম’ য‘ঈফ (দুর্বল রাবী) ও ‘দাল’-এর মধ্যে তিনি নির্ভরযোগ্য।

উদাহরণ-৩ : যদি ‘জার্‌হ (মুফাস্‌সার)’ ও ‘তা‘দীলে (মুফাস্‌সার)’ সমান হয় তবে ‘জার্‌হ’ অগ্রাধিকার পাবে।

(৭) গ্রন্থের বিশুদ্ধতা : বিভিন্ন বর্ণনাসমূহের সহীহ হওয়ার ‘ইল্‌মী মানদণ্ড এই যে,

প্রথমত যে গ্রন্থসমূহে এই রিওয়ায়াতসমূহ লিপিবদ্ধ আছে সেগুলোর লেখকদের স্বয়ং নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হতে হবে।[১১]

দ্বিতীয়ত উক্ত গ্রন্থগুলোর লেখকগণ পর্যন্ত অবিরতধারায় বা সনদের সাথে সহীহ হতে হবে। গ্রন্থের অন্যান্য কপিগুলোকেও সম্মুখে রাখতে হবে।

তৃতীয়ত এই গ্রন্থগুলোর বর্ণনাকৃত সনদসমূহ, বক্তব্যসমূহ সহীহ আর মুত্তাসিল হতে হবে এবং ‘ইল্লাতি ক্বাদিহাহ্’ হতে মুক্ত হতে হবে।

(৮) বক্তব্যসমূহ ও অন্যান্য বিষয়াবলী সহীহ হওয়ার তাহক্বীক্বী মানদণ্ড :

৭ নং উসূলের ব্যাখ্যায় আরো বক্তব্য রয়েছে যে, (বিভিন্ন ইমামের) উক্তিসমূহ সহীহ হওয়ার ‘ইল্‌মী ও তাহক্বীক্বী মাপকাঠি এই–

(ক) যদি গ্রন্থকারের মন্তব্য তার গ্রন্থ থেকে নকল করা হয়, তবে তাকে উক্ত গ্রন্থের লেখক হওয়া সহীহ ও প্রমাণিত হতে হবে।

১১. শায়খ মুহাম্মাদ রঈস নাদভী, আল-লামাহাত ১/৭৩।

(খ) আর যদি গ্রন্থকার কোনো পূর্ববর্তী ইমামের মন্তব্য নকল করেন, তবে সেই উক্তিকারী পর্যন্ত সনদটি সহীহ ও মুত্তাসিল হতে হবে। যদি এ শর্তসমূহ অনুপস্থিত থাকে, তবে (গ্রন্থকার কর্তৃক নকলকৃত) উক্ত মন্তব্যটি ‘অস্তিত্বহীন’ মনে করতে হবে।

(৯) একই ব্যক্তির বক্তব্যসমূহে স্ববিরোধিতা :

যদি একই ব্যক্তির (মুহাদ্দিস, ইমাম, ফাক্বীহ ইত্যাদি) বক্তব্যসমূহ পরস্পর বিরোধী হয় তবে-

(ক) সমতা ও সমন্বয় সাধন করতে হবে। যেমন, একবার বললেন, ثقة তিনি সিক্বাহ্ তথা নির্ভরযোগ্য। অন্যবার বললেন, ثقة سيء الحفظ তিনি নির্ভরযোগ্য, মন্দ হিফ্যের অধিকারী।[১২]

ফলাফল : উক্ত রাবী (ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টিকোণ হতে) ثقة নির্ভরযোগ্য। আর (হিফ্যের দৃষ্টিকোণ হতে) سيء الحفظ মন্দ স্মৃতির অধিকারী।

(খ) উভয় বক্তব্যই বাতিল করতে হবে। যেমন, ‘আব্দুর রহমান ইবনু সাবিত ইবনু সামিত-এর ওপর ইমাম ইবনু হিব্বান সমালোচনা করেছেন এবং তাকে ‘কিতাবুস্ সিক্বাত’ (নির্ভরযোগ্য রাবী চরিত) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হাফিয যাহাবী বলেছেন যে, ইবনু হিব্বানের দুটো বক্তব্যই বর্জিত হয়েছে।[১৩]

(১০) সাধারণ সমালোচনা :

অধিকাংশ বিদ্বানগণের নিকটে যেই নির্ভরযোগ্য বা ন্যায়পরায়ণ রাবীর ওপর সাধারণ সমালোচনা অর্থাৎ يَهِمُ (তিনি সামান্য ভুল করেন), له اوهام (তার কতিপয় ভুল-ত্রুটি রয়েছে), يخطيء (তিনি ভুল করেন)... ইত্যাদি থাকে, তবে তার একক হাদীস (শর্ত হলো যে, নির্ভরযোগ্য রাবীদের

১২. যে রাবীর মাঝে ন্যায়পরায়ন ও মুখস্থ করে হাদীস সংরক্ষণ করার গুণাবলী বিদ্যমান তাকে সিক্বাহ্ বা নির্ভরযোগ্য রাবী বলা হয়।

১৩. মীযানুল ই‘তিদাল ২/৫৫২।